OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 195
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 190 - 195
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রফুল্ল রায়ের ‘একটা দেশ চাই’ : স্বদেশ খোঁজার কাহিনি

বল্লরী মুখার্জ্জী
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : ballarimukherjee7843@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024
Selection Date 20. 07. 2024

Keyword
Colonized, Divided, Bribed, Uprooted, Assimilated, Intrusive.

Abstract

The largest scar of colonial-free Bengali life is partition. The integral Bengali nation experienced a crisis in its socio-cultural life as a result of the simultaneous joy of independence and the agony of separation. For colonial purposes, the British government used communalism as the foundation for its long-term rule over India. According to the critic, the goal of British policy was to sabotage Indian politics' growth as well as their unity and coordination. For this reason, the united Bengal was divided in 1905 as part of the Bengal partition plan devised by the British government. The communal idea persisted in the minds of people throughout the country even after the plan was abandoned in the interest of all Bengalis. Muslims view Hindus as their enemies, just as Hindus view Muslims as their enemies. Which had as its outcome the riots of 1946 and the nation's division in 1947.

Literature, in its purest form, is the cry of the essence of a fragmented public life, regardless of the political science and partition historical context. People in poverty flee to various countries to escape the existential crisis. Writing in this country is done in collaboration with its citizens. The migrated population has been the subject of numerous works of Bengali literature. Great novelists in particular have used a variety of novels to present their ideas. To name a few, there is Shaktipad Rajguru's Meghe Dhaka Tara (2001), Atin Bandyopadhyay's Neelkanth Pakhir Khoje (1999), Amiyabhushan Majumdar's Gad Shrikhand (1957), and Ramesh Chandra Sen's East to West (1956).

Background information for our conversation The book 'Ekta Desh Chai' by Prafulla Roy describes events leading up to the 1946 riots, communal violence between Hindus and Muslims, and Mumbai militancy. Additionally, the novel "Ekta Desh Chai" depicts the horrifying state of religiously motivated partition. The protagonist of the book "Ekta Desh Chai," Kalimuddin, is perceived as a victim of the dire circumstances surrounding partition. India is the country of his birth. They were also unable to live a normal life In those countries during the colonial era, when Pakistan and Bangladesh were divided. Identity, ration, and voter cards are required if you wish to return to India, the country of your birth. When returning with dust in their eyes to their native

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 195
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

India, border soldiers are called Ghushpetiyas, or infiltrators. It is a particular identity, a territory, or a country that Kalimuddin envisions for all refugees.

Discussion

প্রফুল্ল রায়ের জন্ম পূর্ব বাংলার ঢাকার একটি গ্রামে। পূর্ব বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য তাকে যেমন মুগ্ধ করেছে তেমনি বিভিন্ন তিনি বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন— দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী, মন্বন্তর, সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য পৌঁছেছেন কৈশোর থেকে যৌবনে। নিজ বাসভূম থেকে উৎখাত হয়ে অন্য দেশের বাসিন্দা হিসাবে জীবন কাটানোর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে লেখককে। এই হৃদয়বিদারক শোক মিশে রয়েছে লেখকের অন্তরাত্মায় রক্ত প্রবাহের মধ্যে, প্রফুল্ল রায় লিখেছেন—

> “ছেচল্লিশে অখন্ড ভারতবর্ষ জুড়ে দাঙ্গার আগুন জ্বলেছিল তার মর্মান্তিক স্মৃতি এখনো আমাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে।”[১]

রাষ্ট্র তার নিজের খেয়াল-খুশি মতো বর্ডার সীমা এটে দেয়। আর মানুষ মুহূর্তে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, সেই সর্বহারা মানুষের কথা প্রফুল্ল রায়ের গল্প উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। প্রফুল্ল রায়ের ‘সীমানা আছে সীমানা নেই’ উপন্যাস দেশভাগকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। ঘুষপেটিয়া অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারীদের নিজেদের পরিচয় খুঁজে ফেরার গল্প ‘অনুপ্রবেশ’। একই ধরনের আরো একটি উপন্যাস ‘দেশ নেই’। ‘চর’ গল্পে প্রফুল্ল রায় সেইসব বাস্তুহারা মানুষের গল্প বলেছেন। যারা সব হারালেও মানবিক সংবেদনকে হারায়নি। এছাড়াও তাঁর একাধিক উপন্যাসে দাঙ্গার চিত্র ফুটে উঠেছে। এই ধারায় প্রফুল্ল রায়ের অন্যতম জনপ্রিয় একটি উপন্যাস হল- ‘একটা দেশ চাই’।

বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ, দাঙ্গা, ভাষা আন্দোলন প্রত্যক্ষদর্শী সাহিত্যিকরা সাহিত্যে রূপ দান করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ (দ্বিতীয় খন্ড) উপন্যাসে দেখেছি উদ্বাস্তু মানুষ কিভাবে নিজের শিকড়ের সন্ধান করে। তাদের কঠোর সংগ্রামের কথা আছে ‘মানুষের ঘরবাড়ি’, ‘আবাদ’ ইত্যাদি উপন্যাসে। আবার দেখেছি উদ্বাস্তু মানুষের যন্ত্রণা ও নতুন করে বাঁচার তাগিদ। শচীন দাসের লেখার মধ্যে বারে বারে মানুষের দেশ খোঁজার সংকটকে দেখতে পাই। অমর মিত্রের উপন্যাস ‘আমতলী’ যেখানে সেই আদর্শ নগরে বাসা বেঁধে থাকে স্বজনহারানো উদ্বাস্তু মানুষের দল। যারা মেনে নিতে পারে না রাষ্ট্রের কোন বিভাজন বার্তা। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সেটেলমেন্ট এমন অনেক আমতলী তৈরি করেছিল। তেমনই আরও একাধিক উপন্যাস রচিত হয়েছে দেশভাগকে কেন্দ্র করে তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাসান আজিজুল হকের ‘আগুনপাখি’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব-পশ্চিম’।

প্রফুল্ল রায়ের ‘একটা দেশ চাই’ উপন্যাসের পটভূমি স্বাধীনতার পূর্বে ছেচল্লিশের দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক হানাহানি থেকে মুম্বাইয়ের জঙ্গিহানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ভয়াবহ পরিস্থিতির চিত্র দেখতে পাই ‘একটা দেশ চাই’ উপন্যাসের মধ্যে। স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতারা মানুষের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে নিজেরা শান্তভাবে বসেছিলেন কিন্তু এর ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা একবারও চিন্তা করেননি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কলিমুদ্দিন দেশভাগের সংকটময় পরিস্থিতির শিকার হয়। তার জন্মভূমি ভারত। তখন ঔপনিবেশিক সময়কাল, দেশভাগের সময় পাকিস্তান তারপর বাংলাদেশি নাগরিক হয় কিন্তু সেখানে সে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারেনি। বিহারী মুসলিম ছিল বাংলাদেশের ঘৃনার পাত্র, তাই আবার ভারতে ফিরে আসার পরিকল্পনা করে কলিমুদ্দিন। যদিও জন্মস্থান ভারতে ফিরে আসতে হলে চাই সেখানকার পরিচয় পত্র, রেশন কার্ড বা ভোটার কার্ড। তবে তা ছিল দুষ্প্রাপ্য। তাই বর্ডার সৈনিকদের চোখে ধুলো দিয়ে ফিরে আসতে হয় জন্মভূমি ভারতে। তখন তাদের পরিচয় হয় ঘুষপেঠিয়া বা অনুপ্রবেশকারী। তারা তখন পরিচয়হীন। তাদের কোন দেশ নেই, রাষ্ট্র নেই। তাই সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষের হয়ে কলিমুদ্দিনের লক্ষ্য একটা নির্দিষ্ট পরিচয় একটা ভূখণ্ড, একটা দেশ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 195
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রফুল্ল রায়ের 'একটা দেশ চাই' উপন্যাসের কাহিনির সূচনা হয়েছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের চোখে ধুলো দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারত চলে আসার মধ্য দিয়ে। দেশভাগ জনিত দাঙ্গার কারণে এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাওয়ার কাহিনি নিয়ে বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে, কিন্তু ঐ ধরার উপন্যাস হয়েও 'একটা দেশ চাই 'স্বতন্ত্র'। উপন্যাসের কাহিনি রয়েছেন কলিমুদ্দিনের দেশভাগের পর বাসস্থানের জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া আবার অস্তিত্বের সংগ্রামে দেশে ফিরে আসা কলিমুদ্দিনদের জন্মভূমি ভারতে। তার পূর্ব পুরুষরা বিহারে বসবাস করত দেশভাগের পর তাকে চলে যেতে হয়েছে পাকিস্তান পরে বাংলাদেশে। কিন্তু সেখানেও তারা থাকতে পারেনি কারণ বিহারী মুসলিম বাংলাদেশের মানুষের কাছে ঘৃন্য-তাই কলিমুদ্দিন তিনপ্রজন্ম নিয়ে দালাল বা টাউট ধরে ফিরতে হয়েছে ভারতে কিন্তু এখন তার কোন পরিচয় নেই। বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা এবং সেখানে অনুপ্রবেশকারী বা ঘুসপেঠিয়া হয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, অর্থকষ্ট ও অন্নের সন্ধানে জীবন সংগ্রামের চিত্র চিত্রিত হয়েছে।

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সর চোখ এড়িয়ে ভারতে প্রবেশ করার জন্য কলিমুদ্দিন দালাল বা টাউট ধরেছে ফয়সাল আলিকে। উপন্যাসে বর্ণিত আছে ফয়সাল আলিকে দেখলেই বোঝা যায় তার বয়স ৫০এর কাছাকাছি। ঢ্যাঙা পাকানো, কাঠ -কাঠ চেহারা তাকে দেখে আন্দাজ করা যায় ফয়াজ অতি তুখোড় এবং ধড়িবাজ। তার কারবার জীবন্ত প্রাণী নিয়ে তাহলে মানুষ ফয়াজ আলীর রেটটা একটু বেশি মাথাপিছু ৫০০ টাকা। তবে তার সাফল্যের হার একশভাগ। কখনো ব্যর্থ হয়েছে কিনা মনে করতে পারে না তার কাজ হল বাংলাদেশ রাইফেলস অর্থাৎ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এর জওয়ানদের নজরে ধুলো ছিটিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে লোকজন জুটিয়ে ওপারে পৌঁছে দেওয়া। আর তার জন্য সে বেছে নেয় কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

কলিমুদ্দিনও তার পরিবারের মোট সাতজন এসেছে ভারতে। সেখান থেকে তারা পৌঁছাবে মুম্বাই। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা হল- কলিমউদ্দিনের একমাত্র ছেলে রহিম উদ্দিন তার স্ত্রী জহুরা এবং তাদের সন্তান রাশেদা, সামীমা ও রোশনা। এছাড়া কলিমুদ্দিনের কন্যা রাবেয়া, দুবার বিয়ে হয়েছে কিন্তু বিয়ে টেকেনি তালাক হয়ে গেছে কারণ ছেলে মেয়ে জন্ম দিতে পারেনা সে নাকি বাঁজা। সকলে বাংলাদেশের ঘরবাড়ি খুব কম দামে বিক্রি করে চলে যাচ্ছে মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে। বুকে হেঁটে বর্ডার অতিক্রম করছে ৭০ বছরের বৃদ্ধ কলিমুদ্দিন বুক দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ফায়াজ আলীকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছে— "বর্ডার এর কিতনা দূর।"[২] দীর্ঘ কষ্টের পর এপারে পৌঁছালো। এরপর তাদের দায়িত্ব হরনাথের। হরনাথের দায়িত্ব তাদের কলকাতা নিয়ে যাওয়া সেখানে রয়েছে আরেক টাউট যে মুম্বাই যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশের বাড়িঘর ও জিনিসপত্র বিক্রি করে দু লাখ 30 হাজার বাংলাদেশি টাকা পেয়েছে সেই টাকা ভারতীয় টাকাতে বদলির জন্য তাকে নিয়ে যায় শেষে গণপতি বস্ত্রালয়ের রামশরণ আগারওয়াল এর কাছে তার একটি গোপন কারবার টাকা বদলির জন্য তাকে ৫% বাটায় লাগে। এরপর তারা চলল কলকাতার। হরনাথের সাথে কথোপকথন হয় সে জেনে নেই মুম্বাইয়ের কলিমুদ্দিনের কেউ আছে কিনা, কলিমুদ্দিন জানায় তার প্রতিবেশী তিন মাস পূর্বে মুম্বাইয়ে গেছে ট্রেনে করে তাদের কলকাতায় পৌঁছে দেবার সময় বুঝিয়ে দেয় তাদের কি করতে হবে কি বলতে হবে। তারা যেন বলে ইন্ডিয়ান নাগরিক বলে। কলিমুদ্দিনের স্মৃতি থেকে উঠে আসে তার বাড়ি ছিল ফতেপুরে, শিখিয়ে দেয় যেন তার বাড়ি সকলে বলে তাদের বাড়ি বিহারের ভাগলপুরের ফতেপুর টাউনে, কলিমদ্দিনের স্মৃতি থেকে উঠে আসে স্বাধীনতা-পূর্ব ফতেপুরের জীবন চিত্র। দেশভাগের মর্মান্তিক কাহিনি। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের চিত্র। একদিন যে কারণে তারা ইন্ডিয়া ছেড়ে পাকিস্তানে গিয়েছিল বাংলাদেশে জন্ম নেওয়ার পর সেই মৃত্যুভয় ও নিরাপত্তাহীনতায় আবার ইন্ডিয়াতে আসতে বাধ্য করেছে। অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু মুসলিম ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই সে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়। এই বিদ্বেষ যখন বিশাল আকার ধারণ করে তার ফলে দেশভাগ হয়।

শিয়ালদহ থেকে কলকাতার পার্ক সার্কাসে বেক বাগান এর কাছে আব্বা সায়েবের ডেরায় পৌঁছে দিল হরনাথ। তাদের মুম্বাই যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন আব্বাস সাহেব। সেও এক দালাল। তারও ব্যবসা মানুষ পাচার। মানুষ পাচার করবার সব ঘাঁতঘোঁত তার জানা। আবার সাহেবের বাড়িতে তাদের থাকতে হয় চার দিন কারণ ট্রেনের টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না। আব্বাস তাদের খাবার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। তারপর খোঁজ নেন মুম্বাই কেউ আছে কিনা কলিমুদ্দিন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 195
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জানায় তার বন্ধু মকবুল শেখ এবং ইমরান আলির কথা। সে সমুদ্রের ধারে বান্দ্রায় থাকে। আব্বাস সাহেব টেলিগ্রাম দেয়। কলিমুদ্দিনদের নিতে তারা স্টেশনে আসে। চার দিন বাড়িতে থাকতে পারবে না তাই তারা কলকাতা ঘুরে নেই। সেই কিছুদিন একদিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা অন্যদিকে পরিবারের খুশির জন্য তাদেরকে ঘুরিয়ে আনতে হয়। এরপর মুম্বাই যাত্রা সেখানে তাদের সাথে কেউ থাকবে না ট্রেনে চাপিয়ে দেবে হাফেজ সমগ্র রাস্তা কিভাবে থাকবে মুম্বাই কিভাবে যাবে সমস্ত কিছু মিটিয়ে দেন আব্বা সাহেব সবার মত আব্বা সাহেবকে পাওনা মিটিয়ে দিয়ে পাড়ি দেন মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে।

ট্রেনে মুম্বাই যাওয়ার পথে কোন অসুবিধা হয়নি এবং স্টেশনে তাদের নিতে আসে ইমরান, মকবুল। ইমরানের নাতি রাশেদ। এখানে আমরা এক প্রেমের চিত্র দেখতে পাই। কলিমুদ্দিনের নাতনি শামীমার ও ইমরানের নাতি একে অপরকে দেখে চোখের আলোয় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তাদের বিবাহ ঠিক হয়ে আছে অথচ তিন মাস পূর্বে রফিকরা মুম্বাই চলে আসে তাই হয়তো দেখা হবে না অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তিত করেছিল। কিন্তু আজও তা পরিপূর্ণতার আশায় দুজনের মনে অপার আনন্দের সঞ্চার হতে দেখা যায় উপন্যাসের রয়েছে—

> "রফিক ঠোঁট টিপে হেসে হেসে চোখের কোন দিয়ে শামীমাকে দেখছিল এই জোওয়ান বয়সে আবেগ থাকে বড়ই প্রবল। তার বুকের ভেতরটা উথালপাতাল হয়ে যাচ্ছিল সে শামিমাকে দেখছিল শুধু তবে কথা বলছিল জহুরার সঙ্গে।"[৩]

এবার তারা রওনা হল যে চাউলে থাকবে তার উদ্দেশ্যে মুম্বাইয়ের বড় বড় বাড়ি ইলেকট্রিক ট্রেন ফ্লাইওভার গাড়ির তাদের সকলকে বিস্মিত করে ছিল অন্যদিকে কলিমুদ্দিন বন্ধুদের কাছে কাজের সন্ধান করছিল তাদের থাকার ব্যবস্থা করছিল মকবুল ইমরান যেখানে পাগলি 10000 বাড়িভাড়া 2000 টাকা অথচ সেখানে পরিবেশ নোংরা দুর্গন্ধে পরিবেশ আদিকালের লম্বা লম্বা বাড়িতে অগুনতি মানুষ এখানে থাকতে হবে ভেবে মন খারাপ হয়ে গেছিল। কিন্তু বন্ধুরা আত্মীয়রা ত্রুটি করেননি মকবুলের বিবি ফাতিমা এবং ইমরানের শাকিলা তাদের খাবার ব্যবস্থা করেছিল এতদিন পর প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা হয় দুই পরিবার খুব আনন্দিত ছিল কিন্তু তাদের রয়েছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা।

কলিমুদ্দিন মুম্বাইয়ের গল্প শুনে ছিল সেখানে হাত বাড়ালেই টাকা অতি সহজে অনেক টাকা উপার্জন করা যায় কিন্তু সেখানে এসে সব হতাশ হয়ে যায় ইমরান মকবুল তাদের মালিক অবোধ নারায়ণের কাছে নিয়ে যায় কিন্তু ইন্ডিয়ান নাগরিক কিনা তার প্রমাণ না থাকলে কাজ দিতে রাজি হয় না। অন্যদিকে আফজাল হানিফ তাদের পূর্ববর্তীদের বাংলাদেশে থাকতো তারা দেখা করতে আসে কোন কাজ পেতে হলে ভোটার কার্ড রেশন কার্ড অপরিহার্য একই কথা তারাও বলে। তবে কলিম উদ্দিন এর জন্য কাজের চেষ্টা তারা করবে সে আশ্বাস দেয় কিন্তু চিন্তা কলিমুদ্দিনকে ভাবিয়ে তুলেছিল কলিমুদ্দিন ভাবছিল —

> "তার নিজস্ব একটা দেশ চাই যে হবে সেখানকার বৈধ নাগরিক দুনিয়ার শেয়ার কতদিন জীবনের লম্বা দৌড় শেষ হয়ে আসছে এসেছে মৃত্যুর আগে নিজের ছেলে মেয়ে নাতি-নাতনিদের হাতে তার সেই দেশ থেকে তুলে দিতে হবে দিতে হবে কিন্তু কিভাবে?"[৪]

চউলে এই ভাবে দিন কাটছিল তখন আরেক দুর্ঘটনা তাদের জীবনের মোড় অন্যদিকে বদল করলো। মুম্বাইয়ের জঙ্গি হামলার খবর শোনা গেল জঙ্গিরা রফিকের সেই বন্ধু যে তাদেরকে সমুদ্রে ঘুরিয়ে ছিল শিবাকে হত্যা করেছে। মুম্বাইয়ের ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। যাদের ইন্ডিয়ান নাগরিকত্বের প্রমাণ নেই তাদের বরখাস্ত করা হলো কাজের থেকে ইমরান মকবুল আফজাল হানিফ সবার চাকরি গেল তবে তারা রেশন কার্ডের জন্য আবার দালালদের ধরেছিল প্রতিজনঃ পিছু ১000 টাকা করে কিন্তু তা অনিশ্চিত। নানাজি বলল রেশন কার্ড পেতে তিন চার মাস দেরি হতে পারে, তারপরও মিলবে কিনা এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এরপর মুম্বাইয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল সমস্ত চলে পুলিশ তল্লাশি চালাবে রেশন কার্ড ভোটার কার্ড না থাকলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। তাই চউলের মালিক মুম্বাই ইন্ডিয়ান নাগরিক না হলে তিনি থাকতে দিতে রাজি নন।

তাই এদের বেরিয়ে পড়তে হয় আবার বাসস্থানের খোঁজে আফজল তারা আশ্রয় নিয়েছিল কোন বস্তিতে উপায় না থাকায় সবাইকে সে পথ বেছে নিতে হয়। আবার জঙ্গিরা হামলা চালায় টিভির সমাচার পত্রিকা থমথমে মুখে খবর পড়ে যাচ্ছিল বিখ্যাত শিল্পপতি এবং বিজনেসম্যান দের সঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় ট্রেড এবং কমার্সের চেম্বারগুলোর নেতাদের সম্মেলন হচ্ছিল সেখানে উপস্থিত ছিল বিশিষ্ট নেতা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং এ কে ফরটিসেভেন রাইফেল এবং লাইট মেশিন নিয়ে গুলি চালায় নিহত এবং আহত হন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও জওয়ানদের গুলিতে নিহত হন চার জন জঙ্গি তবে একজন পালিয়ে যেতে পেরেছে সেই দৃশ্যগুলো বার বার টিভির পর্দায় দেখছিল এবং সবাই সতর্ক করা হচ্ছিল এবং তাদের দেখানো হচ্ছিল দেখতে পেলেই যেন পুলিশ খবর পেয়ে নিজেরা যেন কিছু না করে।

ঝোপড় পট্টিতে তিন হাজার করে কিরিয়া লাগে। জঘন্য পরিবেশের মধ্যে ঘর নিতে হয়। সবাই একত্র হয়। তবে "আবছা অন্ধকার ও কুয়াশা কাউকে চেনা যায় না সেটাই বাঁচোয়া সেখানকার পরিবেশ এতটাই জঘন্য যে যেটাই হোক কাছাকাছি এলে সব কম্পার্টমেন্ট গুলো জানলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।"[৫] এই পরিস্থিতিতে তাদের থাকতে হয় আসলে মানুষ একমাত্র প্রাণী যে যে কোন পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে কিন্তু কলিমুদ্দিন কিছুতেই ঘুম আসে না রাত জেগে শুয়ে থাকে এমন অবস্থায় কে আবিষ্কার করল দুই জঙ্গিকে টিভির পর্দায় যার মুখ বারবার দেখাচ্ছিলো কলিমুদ্দিন তাকে চিনতে পারে।

কলিমুদ্দিন তাই সকালে কর্পোরেশনের জল নেওয়ার জন্য যখন সবাই ব্যস্ত সেই সময় সবাইকে একসাথে দেখে জঙ্গিদের কথা জানাল সবার মুখে যতটা বিস্ময় তার একশোগুন ত্রাস ফুটে উঠল শান্ত চোখগুলো হয়ে উঠেছে উন্মাদের মতো সে বন্ধ কুঠুরি টার দিকে দৌড়ে গিয়ে সামনের দরজার ঝাকাতে লাগলো কুত্তা হারামজাদা নিকলা নিকলা দরজা ভেঙে পড়ে বেরিয়ে আসে পেটানো স্বাস্থ্য সহকারী হাইটের দুজন যুব তারা সাবধান করে আগে মাদবার কিন্তু কলিমুদ্দিন তখন উন্মত্ত উদ্ভ্রান্ত চিৎকার করে ওঠে এই শালা কুত্তার আমাদের জিনা হারাম করে দিয়েছে কলিমুদ্দিন টের পেল তার বুকের ভেতর জ্বলন্ত আগুনের মত কি যেন ঢুকে গেল এবং ঝলক রক্ত ঠিকরে বেরিয়ে এলো কিন্তু কলিমুদ্দিন সে জঙ্গির গলা চেপে ধরে আছে সত্তর পেরুনো শরীরে যেন কোনো অলৌকিক জিন ভর করে আছে রফিকের মাথায় খুন চেপে যায়, জঙ্গির ওপর পড়তে চাইল কিন্তু একে একে সব লাশ পড়তে থাকলো রফিক, শামীমা, ইমরান আলি, হাফিজ আলি। ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল তারপর কলিম উদ্দিন এর কিছু মনে নাই।

কলিমুদ্দিনের জ্ঞান ফিরল চারদিন পর। ঝাপসা ভাবে দেখতে পেল হাসপাতালে ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছে। অফিসার বলে-

> "আপনাকে কথা বলতে হবে না আমি যা বলছি শুনুন দেশকে লিয়ে আপ এক মহান কাম কিয়া হে আপনি এক আতংবাদি কে ধরিয়ে দিয়েছেন এর জন্য সরকার আপনাকে বহুৎ বিমান ইজ্জত দেবে' কিন্তু কলিমুদ্দিন জানায় সে ইমান ইজ্জত কিছুই চায় না অফিসার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে কি চান তাহলে। কলিমুদ্দিন বলল- 'মেহেরবানি কারকে একঠো দেশ দিজিয়ে।"[৬]

সবশেষে আমরা এই ধারণায় উপনীত হয়েছি যে সমগ্র উপন্যাসে রাজনৈতিক আর্থিক সামাজিক সংকট ছাপিয়ে মানুষের মানবিকতায় বড় হয়ে উঠেছে। মানুষের রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বে সব সময় মানুষকে প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ। কারণ মানুষ বারবার যদি রাষ্ট্রের দ্বারা বঞ্চিত হয়ে যায় তাহলে মানুষের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে। একটা মানুষের দেশ নেই অর্থাৎ সেই মানুষের কিছুই নেই এবং যে সমস্যা আমরা এখন ভোগ করছি। শুধু দাঙ্গা দেশভাগ নয় এখন এ সমস্যা প্রবল। যেমন রোহিঙ্গা সমস্যা। তাদেরকে মায়ানমারের সরকার নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করেছে তারা পরিণত হয়েছে ইমিগ্রেশন পিপলে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের ফলে তারা আশ্রয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শরনার্থী রূপে প্রবেশ করছে তারা ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হয়েছে, আমেরিকাতেও অভিবাসনের নতুন নীতির ফলে এই সমস্যা প্রবল রূপে দেখতে পাই।

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দাঙ্গা দেশভাগ সম্পর্কে পরিচিত লাভ করতে পারি। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা ইতিহাস খোঁজ রাখে না। মানুষের সুখ-দুঃখ যন্ত্রণা গভীরভাবে লেখেন সাহিত্যিকরা। প্রফুল্ল রায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 195
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিলেন এমনই ছিন্ন মূল মানুষের প্রতিনিধি। তিনি দেশভাগের পর দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া মানুষের জন্য ছেলেবেলা থেকেই গভীর আকর্ষণ বসত ছুটে গেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। তাই মানুষ হয়ে মানুষের লেখক প্রফুল্ল রায় লেখার মধ্যে মানবিকতা উজ্জ্বল রূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রফুল্ল রায় বিশ্বাস করতেন-

> "আমার লেখার প্রথম এবং শেষ কথা হল মানুষ। মানুষের দুঃখ/ সংগ্রাম, তীব্র প্যাশন আর আনন্দ তাদের অস্তিত্ত্বের সংকট বা আত্মানুসন্ধান- এসবই আমাকে লেখক হবার প্রেরণা দেয়। আজীবন মানুষ নামে এক মহাদেশকে আমি বারবার আবিষ্কার করে যাব।"[৭]

যখন মানুষ দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যহত তখন প্রফুল্ল রায়ের 'একটা দেশ চাই' উপন্যাস অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এখানে লেখক সমস্ত ভেদাভেদ এর উর্দ্ধে উঠে মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন মানুষের অস্তিত্ব যেন কাঁটাতারের আবদ্ধ না হয়ে যায় এই আবেদন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে যার জন্য উপন্যাসটির আবেদন চিরকালীন অম্লান থাকবে।

Reference:

১. রায়, প্রফুল্ল, 'অনুপ্রবেশ', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬, ভূমিকা, পৃ. ৩
২. রায়, প্রফুল্ল, 'একটা দেশ চাই', পত্রভারতী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৩
৩. তদেব, পৃ. ৬৪
৪. তদেব, পৃ. ৮৮
৫. তদেব, পৃ. ১৮৭
৬. তদেব, পৃ. ২০০
৭. রায়, প্রফুল্ল, 'আয়নায় নিজের মুখ', 'দেশ-সাহিত্য সংখ্যা', ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৫